আই বি এম, এ্যাপল জোট বাঁধছে
নতুন ডেস্কটপ মানের সূচনা?

মোঃ আবদুল কাদের • মতিয়ুর রহমান সিদ্দিকি

গত প্রায় এক দশক ধরে পরস্পর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী থাকার পর কমপিউটার বিশ্বের সকলকে তাক লাগিয়ে কমপিউটারের দুই ভিন্ন স্রোত ধারায় প্রবাহমান আইবিএম ও এ্যাপল কোম্পানী বাজারের চাহিদার বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে জুলাই মাসের প্রথম দিকে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছে। কোনরূপ সাংবাদিক সম্মেলন বা ভক্তদের কোন অনুষ্ঠান ছাড়াই পারসোনাল কমপিউটার শিল্পের ছোট্ট ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জোট গঠনের এই সম্মতি অনেকটা নীরবেই ঘটে গেল। কোম্পানী দুটি কট্টর প্রতিযোগিতা ছেড়ে শীঘ্রই যে সমস্ত বিষয়ে পরস্পর সহযোগিতার হাত বাড়াতে যাচ্ছে তা হল —

• এ্যাপেলের জনপ্রিয় ম্যাকিনটোশ ইন্টারফেস আইবিএম-এর ইউনিক্স অপারেটিং সিষ্টেম AIX-এর উচ্চতর ভার্শনের সাথে যোগ করা হবে। এই অপারেটিং সিষ্টেম আইবিএম ও এ্যাপেল তাদের মেশিনে ব্যবহার করবে। এগুলো অন্য কোম্পানির কাছেও বিক্রি করতে পারবে। আই বিএম তার বড় বড় কমপিউটারেও এই অপারেটিং সিষ্টেম ব্যবহার করবে।

• একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করা হবে। এর দায়িত্ব থাকবে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেটেড সফটওয়্যার পরিবেশ তৈরি করা যা AIX, OS/2 এবং ম্যাকিনটোশের জন্য প্রোগ্রাম চালাতে পারবে।

• এ্যাপল কোম্পানী আইবিএম-এর RISC System/6000 প্রযুক্তির দ্রুত গতিসম্পন্ন পাওয়ার পিসি চিপ্ ব্যবহার করে ভবিষ্যতে কমপিউটার তৈরি করতে পারবে। আইবিএম এই চিপ তৈরির জন্য মটোরলার সাথে যৌথভাবে কাজ করবে।

• দুটি কোম্পানী যৌথভাবে নতুন প্রজন্মের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এমন মাল্টিমিডিয়া হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চালাবে যা যে কোন প্লাটফর্মেই চলবে। এগুলো দুটি কোম্পানীরই ব্রান্ড নামে বিক্রি করা হবে।

চুক্তিটি পারসোনাল কমপিউটার শিল্পকে নতুন করে সাজানোর ইংগিতবাহী। দুটি কোম্পানীর তৈরী মেশিনগুলো অনেকটা একই রকম হতে পারে। এটা ক্রেতাদের কোন একটা বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করার প্রয়োজনীয়তাকে দূর করবে। এছাড়া এতে কমপিউটার শিল্পে মানের অভাবের বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটবে।

কমপিউটার জগতের সকল চুক্তির সেরা এই চুক্তিটির পর্যালোচনা করার আগে চলুন আমরা এই দুটি কোম্পানীর অতীত এবং বর্তমান অবস্থার দিকে চোখ ফেরাই।

১৯৭৭ সালে এ্যাপেলের প্রতিষ্ঠাতা ষ্টিভেন জবস এবং ষ্টিফেন উজনিয়াক যখন তাদের প্রথম কমপিউটার বিক্রিতে ব্যাপক সফলতা লাভ করতে থাকে তখন ১৯৮১ সালে আইবিএম তার প্রথম পিসি বাজারে ছাড়ে। যদিও পিসিটি ছিল এ্যাপেলের কমপিউটারের তুলনায় ভারী, ব্যবহার করতে জটিল এবং প্রায় দ্বিগুণ দামী; তবুও বাজারে আইবিএম-এর আধিপত্যের কারণে একেই এই শিল্পের ষ্ট্যান্ডার্ড হিসাবে গ্রহণ করা হয়। বিশেষ করে বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এক চেটিয়াভাবে আইবিএম-এর মেশিন ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু এ্যাপল মূলতঃ স্কুল কলেজে ও বাড়ীতে ব্যবহারের জন্য প্রচুর কমপিউটার বিক্রি করতে থাকে।

এ্যাপল কোম্পানী ১৯৮৪ সালে বিখ্যাত ম্যাকিনটোশ বাজারে ছাড়ার সময় ষ্টিভেন জবস চ্যালেঞ্জ আকারে প্রশ্ন রাখেন . . . "বিগ ব্লু (আইবিএম) কি একাই সমস্ত কমপিউটার শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করবে ?" এরপর আইবিএম এর সাথে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীতা তুঙ্গে উঠে। "বিগ ব্লু'র জন্য এ্যাপেলের "নীল বোমাস্বা একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়।

১৯৮৫ সালের জুনে এ্যাপেল কোম্পানী বিরাট লোকসানের সম্মুখীন হয়ে তাদের ২০% কর্মচারী ছাটাই করে। মাসে ৮০,০০০ ইউনিট তৈরি করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও কোম্পানীটি মাত্র ১০,০০০ মেশিন তৈরি করতে থাকে। এই অবস্থায় কোম্পানীটিকে চাঙ্গা করার জন্য পেপসিকোর জন স্কুলীকে আনা হয়। কিন্তু তারপর দুর্ভাগ্যক্রমে এ্যাপল তার সহপ্রতিষ্ঠাতা ষ্টিভেন জবসকে কোম্পানী থেকে হারায়। স্কুলী কোম্পানীটির আর্থিক কৃচ্ছতাসাধন এবং উৎপাদিত পণ্যের বিরাট পরিবর্তন আনেন। অন্যান্য কোম্পানী বিশেষ করে সফটওয়্যার কোম্পানীদের সহযোগিতায় এ্যাপেলের মেশিনে ডস চালানোর পন্থা উদ্ভাবন

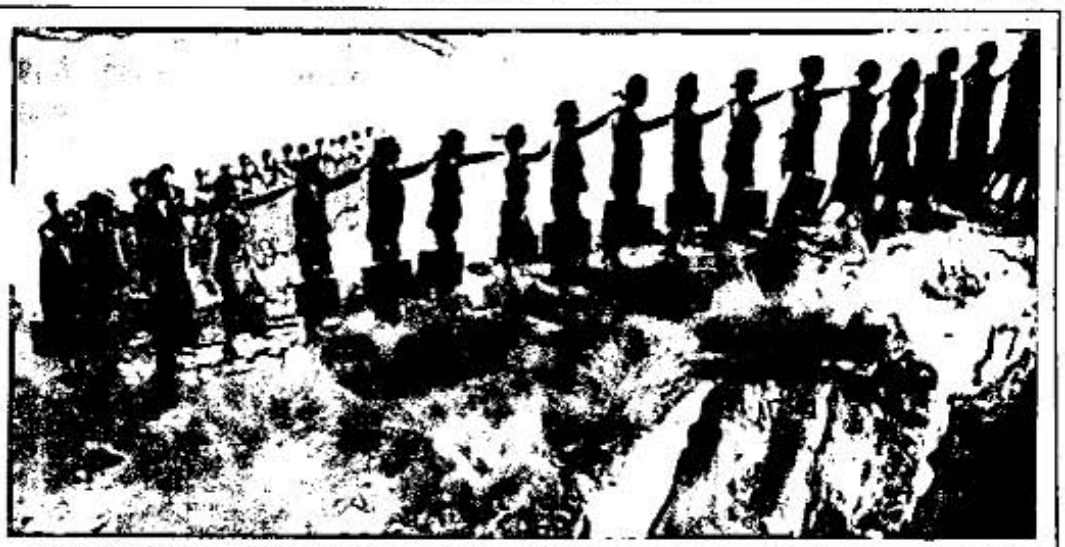

এ্যাপলের একটি বিজ্ঞাপন চলচ্চিত্রের ছবি। এতে আইবিএম মেশিনের ক্রেতাদের এক ধরনের ইঁদুরের সাথে তুলনা করা হয়েছিল।

করা হয়। এটা এ্যাপেলের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী — "একটি অন্য কমপিউটার কোম্পানী"—এর সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। আশ্চর্যজনক গ্রাফিকস এবং ফ্যাশন দুরন্ত নকশা দিয়ে ম্যাকিনটোশ বাড়ী এবং স্কুল কলেজে ভালোভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে ফেলে সেখানে এ্যাপেলের মেশিনগুলোর বিক্রী আইবিএম-এর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

স্টিভেন জবস, জন স্কুলী ও স্টিফেন উজনিয়াক। যখন তারা এ্যাপলে একসাথে ছিলেন।

ওদিকে ১৯৮৫ সালে আইবিএম ক্রেতাদের পিসি জে আর অফার করে। কিন্তু এটা কোন সাফল্য আনতে পারেনি। কারণ এতে অনেকগুলো সফটওয়্যারই চালানো যেত না। তবু বিগ ব্লু এ্যাপলকে অফিস মার্কেটের বাইরে রাখতে সমর্থ হয়। এর প্রধান কারণ সেখানে কার্যরত পিসিগুলোর শতকরা ৯০ ভাগের জন্য তারই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হচ্ছিল। সাম্প্রতিককালে কমপিউটার

চার্লি চ্যাপলিনকে নিয়ে আইবিএম পারসোনাল কম-পিউটারের বিজ্ঞাপনের ছবি। কোম্পানীটি তার পিসির বিজ্ঞাপনের জন্য ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার ব্যয় করে

এ্যাপলের অগ্রযাত্রা

	১৯৯১ সনের এপ্রিল পর্যন্ত পিসি ইউনিট বিক্রি	১৯৯১ সনের প্রথম ৪ মাসের এবং ১৯৯০ সনের একই সময়ের বিক্রির শতকরা পরিবর্তন
আইবিএম	২,৭৩,৪০০	-১%
এ্যাপল কমপিউটার ইন্ক	১,৬২,৯০০	৯৩.৪%
এ এস টি রিসার্চ ইন্ক	৩৭,৯০০	-২০%
কম্প্যাক কমপিউটার কর্পো	১,৮০,৫০০	-১২.৭%
হিউলেট-প্যাকার্ড কোঃ	১৮,৪০০	৬০.৬%

একটি উঠতি কোম্পানীর সাথে আইবিএম-এর জোট গঠন বিচক্ষনতা ও দূরদর্শিতার পরিচয়

শিল্পের বহুমুখী বিকাশের ফলে ক্রেতার রুচীতে পরিবর্তন আসছে। আইবিএম বা এ্যাপলের পক্ষ নেয়ার পরিবর্তে ক্রেতারা বিভিন্ন কমপিউটারকে এক সাথে নেটওয়ার্কে ব্যবহার করতে বেশী পছন্দ করছে। এটা এ্যাপল বা আইবিএম কারো জন্যই সুখকর নয়। আর আইবিএম কম্পাটিবল অন্য কোম্পানীর মেশিনগুলো আইবিএম-এর মতোই কাজ করে, অথচ দাম অনেক কম। তাই ক্রেতারা ব্রান্ড নাম বা কার্যদক্ষতার চেয়ে সেগুলোই কিনতে পছন্দ করছে। এই অবস্থা আইবিএম এবং এ্যাপলের সবকিছু ওলট পালট করে দিচ্ছে। এ্যাপল ডেস্কটপ কমপিউটার তৈরি করছে যা ডস দিয়েও চলছে। দাম কমিয়ে দিয়েছে তার বিভিন্ন মডেলের কমপিউটারের আর বিগ ব্লু তা মোকাবিলা করছে ডেস্কটপ কমপিউটার PS/2 দিয়ে যার অপারেটিং সিস্টেম OS/2 অনেকটা এ্যাপলের মতই ইউজার ফ্রেন্ডলি।

তবু আইবিএম বা এ্যাপল কেউই ক্রেতাদের পক্ষ ত্যাগ বন্ধ করতে পারেনি।

পিসির ক্ষেত্রে আইবিএম-এর মার্কেট শেয়ার কমে গিয়ে ২৩% এ দাড়িয়েছে আর এ্যাপলের অংশ ১৮% থেকে কমে ১৫%-এ দাড়িয়েছে। (সারা পৃথিবীর ডেস্কটপ কমপিউটারের বার্ষিক বিক্রী ৯,৩০০ কোটি ডলার যার প্রায় শতকরা ৩৮ ভাগই আই বি এম ও এ্যাপলের। পরিবর্তনীয় বাজার দুটি কোম্পানীকেই বাধ্য করেছে কিছু বেদনাদায়ক সমন্বয় সাধন করতে। এ্যাপল কোম্পানী (১৯৯০ সালে বিক্রি ৫৬০ কোটি ডলার) তার ১৫,৬০০ জন কর্মচারির মধ্যে ১৫০০ জনকে ছাটাই করেছে যা হয় তার কর্মচারি সংখ্যার ১০%। এটা এই কোম্পানির ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ধরনের ছাটাই। কোম্পানী তার বড় বড় কর্মকর্তাদের বেতন ১০% হ্রাস করবে এবং অন্যান্য অনেক সুযোগ সুবিধাও কমিয়ে দিচ্ছে।

খরচ কমিয়ে লোকসান পুষিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বছরে এতে ৬ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে। গত কোয়ার্টারের জন্য কোম্পানিটি ক্ষতির ঘোষণা দিবে বলে ধারণা করা হচ্ছে; মূলতঃ তার পণ্যের কম মূল্যের জন্য।

আইবিএম (১৯৯০ সালে বিক্রি ৬,৯০০ কোটি ডলার) তার গত ৮০ বছরের ইতিহাসের মধ্যে এ

ফিলিস ডি এসটিজ আই বি এম-এর পিসি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে তিন বছরে শূন্য থেকে ৫০০ কোটি ডলার আয় করেন। ১৯৮৫ সালের ২রা আগষ্ট তিনি তার স্ত্রী এবং আই বি এম,এর কয়েকজন সরকারীসহ এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

বছরই জানুয়ারী মার্চ কোয়ার্টারে প্রথম ১৭০ কোটি ডলার লোকসানের কথা ঘোষণা করে। গত বছর শেষ কোয়ার্টারে তাদের লাভ হয়েছিল ১০০ কোটি ডলার। খরচ কমানোর জন্য কোম্পানরি ৩,৭৩,০০০ কর্মচারি থেকে ১৪,২০০ জন ছাটাই করা হবে বলে তারা জানিয়েছে। যা তাদের মোট কর্মচারীর সংখ্যার ৩.৭%। এতে তাদের বছরে ৮০ কোটি ডলার সাশ্রয় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আই বি এম তার প্রিন্টার ও টাইপ রাইটারের ব্যবসা ১৫০ কোটি ডলারের বিনিময়ে নিউ ইয়র্কের ক্লেটন এবং ডুবিলিয়ার নামক প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রী করার জন্য যে ৪২০০ জন চাকুরী হারাবে তাদেরকে এই ছাটাইকৃতদের সংখ্যার সাথে ধরা হয়েছে। কোম্পনীর আয় বাড়ানোর জন্য জাপানে শত শত কোটি ডলারের নোট বুক পিসির বাজারে আইবিএম ছোট এবং খুব হাল্কা কমপিউটার আমেরিকার বাজারে ছাড়ার আগে জাপানে ছেড়েছে। IBM PS/55 Note নামের এই কমপিউটার মাত্র পাঁচ পাউন্ড ওজনের আর দাম ২০০০ ডলারের কাছাকাছি। যা আমেরিকার বাজারে আই বি এম-এর ভারী ল্যাপটপের দামের অর্ধেক মাত্র।

কমপিউটার রাজ্যে দুই শক্তিশালী দানব

বিশ্বব্যাপী কমপিউটার বিক্রী (মিলিয়ন ইউনিট)

২৫,০০০ ডলারের কম দামের ইউনিটসমূহ

	১৯৮৯	১৯৯০	১৯৯১
আই বি এম	২৭	৩.০	৩.৪
এ্যাপল	১.৫	১.৬	২.১
এন ই সি	১.১	১.৩	১.৪
কমোডর	১.৯	১.৮	১.৩
মোট বিক্রী	১৯.০	২০.৭	২৩.৭

এ্যাপল এবং আই বি এম বিশ্বব্যাপী পিসি বাজারের প্রায় এক চতুর্থাংশে নিয়ন্ত্রণ করে।

আরেকটি সমস্যা যা আইবিএম ও এ্যাপলকে পরস্পরের বাহুতে ঠেলে দিয়েছে তা হলো কিছু বড় বড় অংশীদারের সাথে তাদের ক্রমবর্ধমান সংঘাত। যেমন, আইবিএম মেশিনে ব্যবহৃত এমএস ডস-এর নির্মাতা মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৩.০ তৈরি করে যা অনেক সফটওয়্যারকে ম্যাকিনটোশের কাছাকাছি কাজ করতে সক্ষম করে। এটা আইবিএম-এ ব্যবহৃত OS/2এর ব্যবহার মারাত্মকভাবে কমিয়ে দেয়। আর এ্যাপলের অভিযোগ মাইক্রোসফট ম্যাকিনটোশ প্রোগ্রাম থেকে উপাদান চুরি করে উইন্ডোজ তৈরি করেছে। নতুন আইবিএম এ্যাপল উদ্যোগ তাদের নিজস্ব সফটওয়্যার উদ্ভাবন করবে যা OS/2 এবং মাইক্রোসফটের সঙ্গে অবশিষ্ট সম্পর্ক শেষ করে দিতে পারে। এ সম্পর্কে মাইক্রোসফটের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিভেন বালমারের মন্তব্য — "আমরা হতভম্ব। এটা আইবিএম ও মাইক্রোসফটের ভবিষ্যৎ সহযোগিতার জন্য ভালো লক্ষণ নয়।"

আই বি এম-এর চেয়ারম্যান জন এ্যাকার্স। যিনি তাঁদের পুরানো শত্রু এ্যাপলের সাথে চুক্তি করতে প্রধান ভূমিকা নেন।

নতুন জোট আর একটি শক্তিশালী কোম্পানী ইনটেল-এর জন্য হুমকি হয়ে দাড়াবে। ইনটেল আইবিএম মেশিনের জন্য মাইক্রো প্রসেসর চিপ্ সরবরাহ করে। এরা আইবিএম কাম্পাটিবল চিপ্সের প্রস্তুতকারক হিসেবে প্রায় একচেটিয়া একটা বাজার পেয়ে আসছে। যৌথ কোম্পানী আইবিএম ও মটোরলার সহযোগিতায় তৈরি চিপ ব্যবহার করবে। ফলে ইনটেল কোম্পানী তার ব্যবসার বিরাট একটা অংশ হারাবে।

তবে কাগজে কলমে যে রকমটি রয়েছে সে রকম সহযোগিতা যদি বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবেন ক্রেতারা। ব্যবহারকারীদের আর আইবিএম বা এ্যাপলের আলাদা আলাদায় আনুগত্য নিয়ে থাকতে হবে না। অসংগত প্রোগ্রাম নিয়েও ভাবতে হবে না। বড় বড় প্রতিষ্ঠানে চলে আসতে পারবে এ্যাপল। আর স্কুল-কলেজে বা বাচ্চাদের কাছে আইবিএম।

এই জোট গঠনে আইনগত কোন বাধা আসবে কি ? যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ জোট গঠন সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন এবং তার খুটিনাটি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে পুরোপুরিভাবে দেখার সময় এখনো আসেনি। এ রকম একটা উদ্যোগ আগের দশকগুলোতে একচেটিয়া বলে নিন্দিত হতো। কিন্তু এখন বিশ্ব বাজারে বিশেষ করে প্রযুক্তিগত শিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে চাঙ্গা করে তোলার একটা প্রচেষ্টা চলছে। তাই আমেরিকার আইন এই জোট গঠনে কিছুটা জটিলতা সৃষ্টি করলেও এতে বাধার সৃষ্টি করবে না বলেই আইন বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

জোট গঠনের লাভ-ক্ষতি

যদিও আইবিএম এবং এ্যাপলের জোট গঠনের প্রক্রিয়া পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি তবুও পর্যবেক্ষকরা এ ব্যাপারে কিছু কিছু ভবিষ্যৎবাণী এবং প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী জোটটি গঠন হয় তাহলে প্রাথমিকভাবে কাদের লাভ বা ক্ষতি হতে পারে নীচে সংক্ষেপে দেয়া হল।

যাদের সবচেয়ে বেশী লাভবান হবার সম্ভাবনা রয়েছে —

এ্যাপল :

বড় বড় প্রতিষ্ঠানে এ্যাপলের সামগ্রী বিক্রি করা সব সময়ই কঠিন ছিল। জোট গঠনের ফলে আইবিএম-এর সহযোগিতায় এগুলোর বিক্রিই শুধু বাড়বে না তারা আইবিএম নেটওয়ার্ক ও হোস্ট সিস্টেমগুলোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে পুরোপুরি সামর্থ্যও হতে পারে। আই বি এম-এর এ আই এক্স ইউনিক্স সিস্টেমের উন্নত সংস্করণ ব্যবহারের ফলে এ্যাপল বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সরকারী তথ্য ব্যবস্থায়ও প্রবেশের সুযোগ পাবে। এ্যাপল ভবিষ্যত মেশিনসমূহে আইবিএম-এর RISC সিস্টেম/৬০০০ ব্যবহার করতে পারবে।

এ্যাপলকে অবশ্য কিছুটা মূল্য দিতে হবে। এ্যাপল সব সময়ই আইবিএমকে দুটি এলাকায় হারিয়ে দিয়ে আসছিল – নেট ওয়ার্কিং এবং মাল্টি মিডিয়া। এই দুটি ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য এ্যাপল আইবিএম-কে এদের প্রযুক্তিগত তথ্য সরবরাহ করবে।

আই বি এম :

এই কোম্পনীটি একটি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড অপারেটিং সিস্টেম উদ্ভাবন করার ব্যাপারে এ্যাপলের সহযোগিতা পাবে, এর ফলে তারা মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের নতুন প্রযুক্তি OS/2 মোকাবিলা করতে পারবে। এ্যাপলের ইন্টারফেস এবং অসংখ্য প্রোগ্রাম ব্যবহার করার সুবিধা পেয়ে আইবিএম খুব ভালভাবে তার কর্মক্ষেত্র বাড়াতে পারবে।

তবে আইবিএম-এর RISC সিস্টেম/৬০০০ এ্যাপলকে সরবরাহ তার এক চেটিয়া বাজার সীমিত করবে।

মটোরলা:

মটোরলার চিপ ইদানিং কম কাটতি হচ্ছিল। আইবিএম চিপ তৈরির জন্য যৌগভাবে এই কোম্পানীটির সাথে কাজ করলে এবং জোট যদি এদের চিপ ব্যবহার করে তবে এদের ব্যবসার প্রসার ঘটবে।

যারা যারা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন -

মাইক্রোসফট :

বহুল ব্যবহৃত ও জনপ্রিয় এমএস-ডস ও উইনডোজের প্রস্তুতকার মাইক্রোসফট সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নতুন অপারেটিং সিস্টেম চালু হলে ডেস্কটপ বাজারে এই কোম্পানীটি তার আধিপত্য হারাবে।

ACE-এর সদস্যগণ :

ACE-এর সদস্যগণ, কমপ্যাক কমপিউটার এবং ডিজিট্যাল ইকুইপমেন্ট একত্রে যে ডেস্কটপ কমপিউটার মান স্থাপন করতে চেয়েছিল জোট গঠনের ফলে তা বাধাগ্রস্থ হবে এবং স্থগিত হয়ে যেতে পারে।

ইনটেল কর্পোরেশন :

আইবিএম-এর মেশিনে এই কোম্পানীর চিপের আর প্রাধান্য থাকবে না। এ্যাপল RISC প্রযুক্তির ডেস্কটপ তৈরি করতে Power PC চিপের জন্য ইনটেলের প্রতিদ্বন্দ্বী মটোরলার স্বরনাপন্ন হবে। জোট গঠন এই কোম্পানীটির ব্যবসা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে।

হিউলেট প্যাকার্ড :

এই কোম্পানীটি কোনরূপ জোটে নেই। আইবিএম-এ্যাপল জোট গঠনের ফলে ব্যবহারকারীরা এদের RISC চিপ প্রযুক্তির দিকে খুব কমই দৃষ্টি দিবে বলে মনে করা হচ্ছে।

তবে বিশেষজ্ঞদের মতে চুক্তিটিকে দীর্ঘ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। চুক্তিটি ঝুঁকিমুক্ত নয়। এ পর্যন্ত যে সমস্ত জোট গঠন করা হয়েছে তার সবই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে নি। আর অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে একটা প্রযুক্তি যত ভালোই হোক না কেন ব্যবহারকারী তা না-ও গ্রহন করতে পারে। যদি এ্যাপল-আইবিএম-এর যৌথ পণ্য বাজারে পৌছায় তবুও তাদের পুরাপুরি সফলতা সম্পর্কে আগে থেকে কেউ-ই সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারে না। ম্যাকিনটোশের উপর বই লিখে বিখ্যাত লেখক ক্রেইগ ভানুলোফ-এর মতে — "ভয় কোম্পানী দুটোকে একত্রিত করেছে। কিন্তু এটা এখনও সুস্পষ্ট নয় যে তা একটা সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না, তবে ঘটনা যা-ই ঘটুক না কেন সবাই কিন্তু আগামী ২/৩ বছরের মধ্যে জোটের নতুন মেশিন বাজারে পাবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করবে। ♦

জোট গঠনে বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়া

আমরা আই বি এম ও এ্যাপলের জোট গঠনের সিদ্ধান্তের উপর প্রতিক্রিয়া জানতে চেয়ে এখানে বিভিন্ন স্তরের কমপিউটার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করি। তবে তাঁদের অনেকেই এ ব্যাপারে এক্ষন মতামত ব্যক্ত করতে অপারগতা জানিয়েছেন। যাঁরা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তাদের কয়েকজনের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হল। বিসিসির নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আজিজুর রহমান এ সম্পর্কে বলেন-" আই বি এম এবং তার কমপাটিবল মেশিনগুলোর বিক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশী। ম্যাক এক চেটিয়া মালিকানা ভিত্তিক। এর কোন ক্লোন নেই। বিক্রেতাও কম। তাই এর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হচ্ছে না। ম্যাকের গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস চমৎকার। এতে খুব সহজে বাংলাও ব্যবহার করা যায়। কোম্পানী দুটি জোট বাঁধলে আমাদের দেশের ব্যবহারকারীরা অত্যন্ত উপকৃত হবে সন্দেহ নেই। তবে এ ব্যাপারে পুরোপুরি মতামত দেবার সময় এখনও আসেনি।"

বাংলাদেশে এ্যাপলের সোল ডিষ্ট্রিবিউটর সাইটেক কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম মহিউদ্দিন তার মন্তব্যে বলেন — "এই চুক্তি অনুযায়ী এ্যাপল আইবিএম এর কাছে তার জনপ্রিয় সিষ্টেম ৭.০ -এর কিছু অংশ বিক্রি করতে সম্মত হয়েছে যার উপর ভিত্তি করে আইবিএম এবং এ্যাপল যৌথভাবে একটি নতুন অপারেটিং সিষ্টেম তৈরী করবে। এই নতুন অপারেটিং সিষ্টেম ম্যাক অপারেটিং সিষ্টেমের মত অর্থ্যাৎ গ্রাফিক্যাল ইউসারস ইন্টারফেস (GUI) এবং পুল ডাউন মেনু পদ্ধতিতে হবে। কমপিউটার জগতে এটি নিঃসন্দেহে একটি চমকপ্রদ খবর।

বাংলাদেশের মতো একটি সদ্য কমপিউটার ব্যবহারকারী দেশের জন্য এই নতুন অপারেটিং সিষ্টেম অত্যন্ত উপযোগী হবে বলে আমার ধারণা। এদেশের কমপিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য এটা অত্যন্ত সুখবর।

কমপিউটারলাইনে প্রশিক্ষণার্থী ইডেন গার্লস কলেজের ছাত্রী সুচিত্রা বালার মন্তব্য- "একটি মাত্র অপারেটিং সিষ্টেম থাকলে আমরা দুটো সিষ্টেম শেখার ঝামেলা থেকে মুক্ত হবো। চাকরীর ক্ষেত্রেও অনেক সুবিধা হবে।"

E&C

THE ENGINEERS & COMPUTERS

COMPUTER DEALERS, CONSULTANTS & TRAINERS

WE offer our services in the following areas:

FEASIBILITY STUDY

We perform the necessary feasibility and requirement analysis of any type of organisation structure.

SOFTWARE CONSULTANCY

We can design a system specifically to optimise the efficiency of any organization.
We offer specific softwares for-

* GARMENTS INDUSTRIES
* MANUFACTURING INDUSTRIES
* BUYING/TRADING HOUSE
* CONSTRUCTION/REAL ESTATES FIRMS
* N.G.O.'s
* CLINICS/HOSPITALS
* SHIPPING LINES
* INSURANCE COMPANIES

COMPUTER HARDWARE

We supply, install and maintain computer & computer accessories.

TRAINING

We train students, officers, executives, professionals and computer literates. We offer a Diploma in Computer which is an eight month program covering all the important aspects of computer literacy. We will conduct any specialised course that is required for the employees of an organisation at a mutually agreed convenient time.

Please contact: Road-4, House-59, Block-C, Banani, Dhaka-1213.
Tel.882371, Fax.880-2-883097, Telex.671215 BASTL BJ